শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত ‘ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য’,
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘গৌড়ীয় ভাষ্য’,
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত ‘সারার্থ দর্শিনী’ টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত ‘ভাগবত সুবোধিনী’ গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

দ্বিতীয় অধ্যায় – দিব্যভাব ও দিব্য সেবা

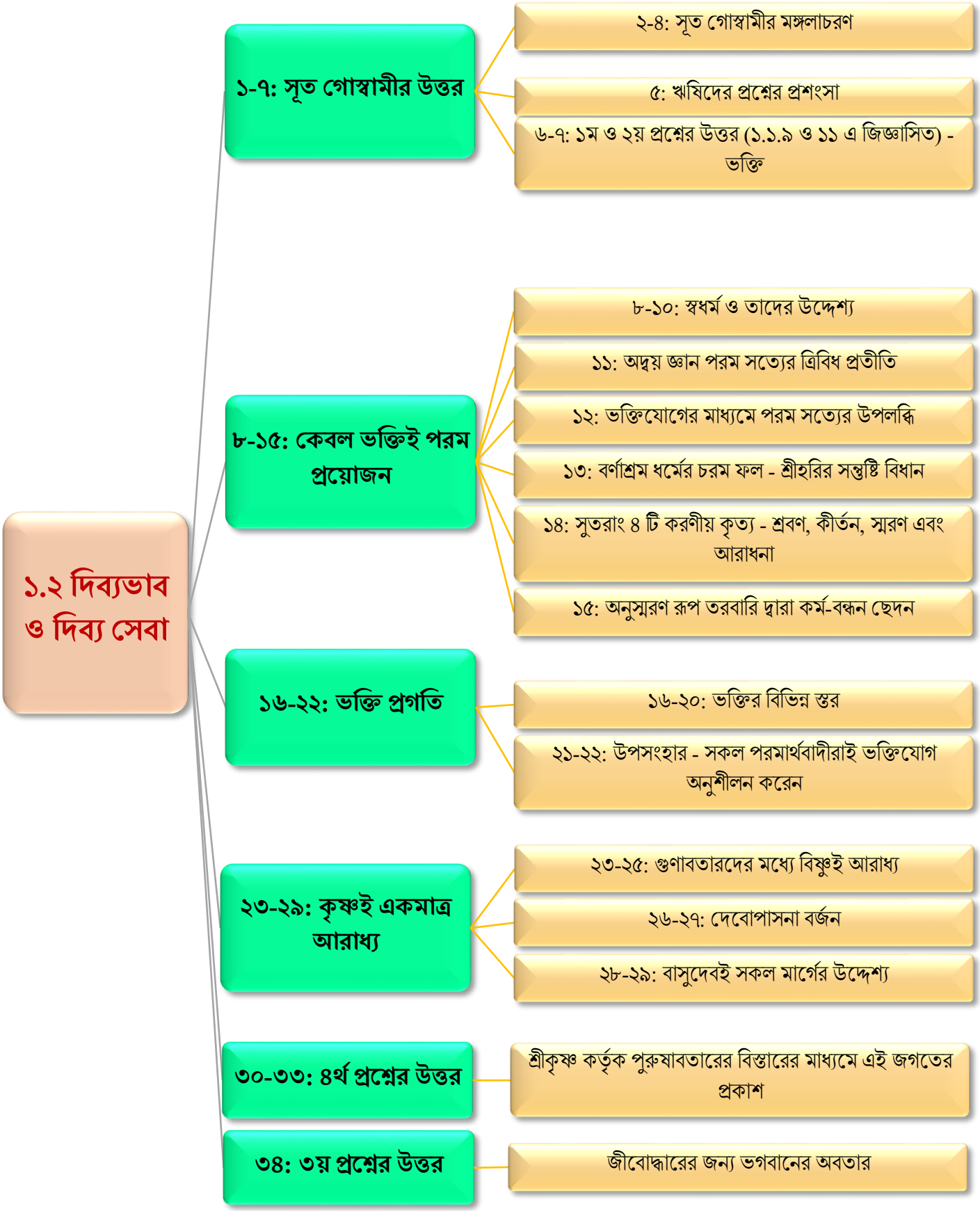

১-৭: সূত গোস্বামীর উত্তর

📖 ১.২.১ – ঋষিদের প্রশ্নে সূত গোস্বামীর পরিতৃপ্তি এবং তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উত্তর প্রদান আরম্ভ –

রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা (সূত গোস্বামী) শৌনকাদি ব্রাহ্মণদের সেই সব প্রশ্নে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।

১.২.২-৪ – সূত গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ

📖 ১.২.২ – শুকদেবের গৃহত্যাগ, বিরহকাতর পিতার পুত্রকে আহ্বান, বৃক্ষরাজির প্রত্যুত্তর –

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেনঃ আমি সেই মহর্ষিকে (শুকদেব গোস্বামী) আমার প্রণতি নিবেদন করছি, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করার জন্য উপনয়ন অনুষ্ঠান হওয়ার আগেই গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পিতৃদেব শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর বিরহে কাতর হয়ে তাঁকে ''হে পুত্র! হে পুত্র!'' বলে আহ্বান করেছিলেন, তখন তাঁর ভাবনায় তন্ময় বৃক্ষরাজিও বিরহকাতর পিতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে প্রত্যুত্তর করেছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"শূদ্র → দ্বিজ → বিপ্র → বৈষ্ণব"

- **শূদ্রত্ব থেকে দ্বিজত্ব** – সাধারণত মানুষের জন্ম হয় অজ্ঞানের অন্ধকারে এবং পবিত্রীকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার দ্বিতীয় জন্ম হয় বা দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়। কেউ যখন নতুন আলোক দর্শন করেন এবং পারমার্থিক উন্নতি লাভের পন্থা অনুসন্ধান করেন, তখন তিনি বৈদিক জ্ঞান আহরণ করার জন্য সদ্ গুরুর শরণাগত হন। সদ্ গুরু কেবল ঐকান্তিক তত্ত্বানুসন্ধানীকেই তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং তাকে উপনয়নের মাধ্যমে যজ্ঞোপবীত দান করেন। এইভাবে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ হয়।
- **বিপ্রত্ব** – দ্বিজত্ব লাভের পর বেদ পাঠের যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং যথাযথভাবে বৈদিক জ্ঞান লাভ হলে বিপ্র হওয়া যায়।
- **বৈষ্ণবত্ব** – বিপ্র অথবা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ এইভাবে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে এবং তারপর তিনি বৈষ্ণব স্তরে অধিষ্ঠিত হন। বৈষ্ণব স্তর হচ্ছে ব্রাহ্মণত্বের স্নাতকোত্তর। প্রগতিশীল ব্রাহ্মণকে অবশ্যই বৈষ্ণব হতে হয়, কেন না বৈষ্ণবই হচ্ছে যথার্থ আত্মজ্ঞানী, তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ।
- **বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম লক্ষ্য** – শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রথম থেকেই বৈষ্ণব ছিলেন; তাই তাঁর বর্ণাশ্রম প্রথা অবলম্বন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কলুষিত মানুষকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণবে পরিণত করা।
- **জন্ম-কুল নির্বিশেষে বৈষ্ণব মাত্রই ব্রাহ্মণ** – তাই কেউ যখন উত্তম-অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন, তখন তাঁর যে কুলেই জন্ম, হোক না কেন, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হয়। সেই ভাবধারা গ্রহণ করেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যবন কুলজাত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্যের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

📖 ১.২.৩ – গুরু প্রনাম –

শ্লোকাভ্যাস

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাম্ ॥

সংসাররূপ গভীর অন্ধকার উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে কৃপা করে যিনি স্বীয় প্রভাব-জ্ঞাপক সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারভূত অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকাশক দীপ-সদৃশ সর্বপুরাণ-রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন, সেই মুনিগণের গুরু ব্যাস-তনয় শ্রীল শুকদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম, যিনি হচ্ছেন –

- ব্যাস-তনয়,
- মুনিগণের গুরু,
- শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা,
- স্বীয় অনুভবের দ্বারা তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে -

- সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সার (অখিল শ্রুতি সারম্),
- অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকাশক দীপ-সদৃশ (অধ্যাত্ম দীপম্),
- সর্বপুরাণ-রহস্য (পুরাণ গুহ্যম্),

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"মায়াবাদীদের সাথে শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ"

- এই প্রার্থনায় শ্রীল সূত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকার সারমর্ম বিশ্লেষন করেছেন।
- শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন বেদান্ত-সূত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদ এবং তাই তিনি তাঁর ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত স্বীয় অনুভবের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।
- **জড় জগতকে** বলা হয় ভগবানের সৃষ্টির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ। তবে জড় বিষয়াসক্ত অসুখী মানুষেরা কেবল সেখান থেকে বেরিয়ে আসার বাসনা করার মাধ্যমেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত তারা এত মূর্খ যে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চান না।
- **দৃষ্টান্ত** – তাই তাদের উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যে উট কাঁটা চেবানোর ফলে তার ক্ষত-বিক্ষত মুখের রক্তের স্বাদকে কাঁটার স্বাদ মনে করে তা উপভোগ করে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে তা কাঁটার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তার নিজের মুখেরই রক্ত। তেমনই, জড়বাদীদের কাছে তাদের নিজের রক্তের স্বাদ মধুর মতো মিষ্টি বলে মনে হয় ... এই ধরনের জড়বাদীদের বলা হয় 'কর্মী'।
- **শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য কেন শ্রীমদ্ভাগবত স্পর্শ করেননি ?** – শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্য। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ইচ্ছাকৃতভাবেই তা স্পর্শ করেননি, কেন না তিনি জানতেন যে বেদান্ত-সূত্রের এই স্বাভাবিক ভাষ্যটিকে বিকৃত করা সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর শারীরক-ভাষ্য

রচনা করেছিলেন এবং তাঁর তথাকথিত অনুগামীরা শ্রীমদ্ভাগবত আধুনিক রচনা বলে তার প্রতি তাদের ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে।

- **কেবল নির্মৎসর ব্যক্তিরাই ভাগবতের অধিকারী** – শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধে মায়াবাদীদের এই অপপ্রচারের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক থেকেই বোঝা যায় যে 'মাৎসর্য' নামক জড় রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত পরমহংসদের জন্যই এই অপ্রাকৃত শাস্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ যে এক জড় সৃষ্টির অতীত শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের সেই নির্দেশ সত্ত্বেও মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

১.২.৪ – শ্রীগুরু-প্রণামের পর দেবতাদির প্রণাম –

শ্লোকাভ্যাস

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

সংসার-বিজয়ী গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চারণ করার পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নর-নারায়ণ ঋষি নামক ভগবৎ-অবতার, বিদ্যাদেবী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

- অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদ্বয় – নর-নারায়ণ ঋষি
- গ্রন্থ দেবতা – শ্রীকৃষ্ণ (নরোত্তমম্)
- গ্রন্থ শক্তি – পরাবিদ্যারূপিনী সরস্বতী
- গ্রন্থ ঋষি – ব্যাসদেব

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"বেদ ও পুরাণের সম্পর্ক"

- **পুরাণ হচ্ছে বেদেরই সংযোজন** – মূর্খ লোকেরা বলে যে, বেদের সঙ্গে পুরাণের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরাণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছে ভগবত্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বেদেরই সংযোজন।
- **পুরাণের বিভাগ** – সমস্ত মানুষই সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কিছু মানুষ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। পুরাণগুলি এমনভাবে বিভক্ত হয়েছে যে, যে কোনও শ্রেণীর মানুষই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে।
- **পুরাণ পাঠের পন্থা** – শ্রীল সূত গোস্বামী দেখিয়ে গেছেন, পুরাণ কীভাবে পাঠ করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ বৈদিক শাস্ত্র এবং পুরাণের বাণী প্রচার করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই পন্থা অনুসরণ করা উচিত।
- **শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ** এবং যে সমস্ত মানুষ চিরতরে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাঁদের জন্যই এটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে।

১.২.৫ – আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর –

শ্লোকাভ্যাস

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎকৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি॥

হে ঋষিগণ, আপনারা আমাকে যথার্থ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনাদের প্রশ্নগুলি অতি উত্তম্ কেন না সেগুলি কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং তাই তা জগতের মঙ্গল সাধন করে। এই ধরনের পরিপ্রশ্নের দ্বারাই কেবল আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

- যথার্থ প্রশ্ন – কারন সেগুলি কৃষ্ণ বিষয়ক, আর তাই তা –
  - জগতের মঙ্গল সাধন করে
  - আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"কেবল শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন-উত্তরেই আত্মার প্রসন্নতা"

- সমগ্র জগৎ প্রশ্ন এবং উত্তরে পূর্ণ। পশু, পক্ষী, মনুষ্য-সকলেই নিরন্তর প্রশ্ন এবং উত্তরে ব্যস্ত।
- যদিও তারা সারা জীবন ধরে এইভাবে প্রশ্ন-উত্তর নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তবুও তারা প্রসন্ন হতে পারে না। আত্মার প্রসন্নতা কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমেই লাভ করা যায়।
- যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের আলোচনা করে, তাই এই অপ্রাকৃত গ্রন্থটি পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে আমরা সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করতে পারি।
- তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে সব রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ধর্ম-বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা। শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর সার-সমষ্টি।

১.২.৬-৭: ১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর প্রদান ১.৯ এবং ১.১১ এ জিজ্ঞাসিত

১.২.৬ – কৃষ্ণভক্তিই পরধর্ম –

শ্লোকাভ্যাস

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।

পরধর্ম - আত্মার প্রসন্নতা বিধানকারী অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি, যা হচ্ছে – (ভক্তির ২ টি গুণ)

- অহৈতুকী
- অপ্রতিহতা

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **সুখের সংজ্ঞা** – জড় জীবন অনিত্য, মোহাচ্ছন্ন এবং দুঃখময়। এই জীবনে কোন রকম আনন্দ নেই। এখানে যা রয়েছে, তা হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার অর্থহীন প্রচেষ্টা এবং সেই সাময়িক দুঃখ-নিবৃত্তিকেই বলা হয় সুখ।

- **ধর্ম কথাটির মৌলিক অর্থ** – আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই ধর্মকে বৃত্তি বলে অভিহিত করেছি, কেন না ধর্ম কথাটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে 'অস্তিত্ব বজায় রাখার পন্থা ।' জীবের অস্তিত্বের সার্থকতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত হয়ে কর্ম করা।

(সূত্রঃ ৬ষ্ট শ্লোকে পরধর্মের কথা উল্লেখ হয়েছে। ৭ম ও ৮ম শ্লোকে সেই পরধর্মের বিষয় বিস্তার করেছেন এবং ৯ম ও ১০ম শ্লোকে ইতর ধর্মের সাথে পরধর্মের পার্থক্যবিচার বর্ণিত হচ্ছে।) (গৌড়ীয় ভাষ্য)

🕮 ১.২.৭ – ভক্তিদেবীর ২ পুত্র – জ্ঞান ও বৈরাগ্য

শ্লোকাভ্যাস

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।

- বৈরাগ্য
- জ্ঞান (শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান)
  - ❋ এখানে 'জ্ঞান' মানে ভগবানের রূপ, গুণ, মাধুর্য্যাদির অনুভব।
  - ❋ 'অহৈতুকী' শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে এই জ্ঞান মোক্ষাভিসন্ধি বিরহিত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **'নৈষ্কর্ম্য'** কথাটির অর্থ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ত্যাগ করা। ত্যাগ বলতে প্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগের কথা বলা হচ্ছে না। তেমনই, জড় বিষয় ত্যাগ বলতে জীবের যথার্থ কর্ম-ত্যাগোর কথা বলা হচ্ছে না।
- **উৎকৃষ্ট বস্তুতে আসক্তিই নিকৃষ্ট বিষয় থেকে নিরাসক্তির উপায় –** ভক্তি-মার্গের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া। যখন বাস্তব বস্তুকে জানা যায়, তখন অবাস্তব বিষয়গুলি আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। তাই বাস্তব বস্তুর প্রতি বাস্তবভাবে সেবাযুক্ত হওয়ার ফলে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় এবং তখন জীব আপনা থেকেই নিকৃষ্ট বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত হয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই সে উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়।[1]

গৌড়ীয় ভাষ্যঃ ভক্তির অভাবে বৈরাগ্য ও জ্ঞান অভিবাবকহীন।

মন্তব্যঃ ১ম প্রশ্ন ছিল 'পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয় কি' এবং ২য় প্রশ্ন ছিল 'সর্ব শাস্ত্রের শ্রোতব্যসার কি'। উত্তর হচ্ছে ভক্তি (১.২.৬-৭) এবং পরবর্তীতে ১.২.২৯ পর্যন্ত এই ভক্তিপন্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৮-১৫: কেবল ভক্তিই পরম প্রয়োজন

(সূত্র - বর্ণাশ্রম ধর্ম কেন পরম ধর্ম হবে না ?)

🕮 ১.২.৮ – কৃষ্ণভক্তিহীন বর্ণাশ্রম বৃথা শ্রম মাত্র –

শ্লোকাভ্যাস

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।

- ❋ ভগবদ্-ভাগবত মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে রতি উৎপাদন বিনা বর্নাশ্রম ধর্ম বৃথা শ্রম মাত্র।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **স্বার্থপরতা** – মানুষের বিভিন্ন রকমের প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন রকমের ধর্ম রয়েছে। জড় বিষয়াসক্ত যে মানুষ তার স্থূল জড় শরীরটির উর্ধ্বে আর কিছুই দর্শন করতে পারে না, আর কাছে তার ইন্দ্রিয়ের অতীত আর কিছুই নেই। তাই তার বৃত্তিগত কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত ও প্রসারিত স্বার্থপরতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে।
- **কেন্দ্রীভূত স্বার্থপরতা** দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে-যা সাধারণত নিম্ন স্তরের পশুদের মধ্যে দেখা যায়;
- **প্রসারিত স্বার্থপরতা** মানব সমাজে দেখা যায় এবং তা পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে স্থূল দেহের বিষয়গত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিষয়ে প্রসারিত হয়।
- **মনোগত স্বার্থপরতা** – এই সমস্ত স্থূল জড়বাদীদের উর্ধ্বে রয়েছে মনোধর্মীরা, যারা তাদের মনোরাজ্যে বিচরণ করে এবং তাদের বৃত্তিগত কার্যকলাপ হচ্ছে কবিতা রচনা করা বা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করা, যেগুলি হচ্ছে দেহ এবং মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বার্থপরতা।
- **আত্মিক স্বার্থ** – কিন্তু এই দেহ এবং মনের উর্ধ্বে অবস্থান করছেন সুপ্ত আত্মা, দেহে যাঁর অনুপস্থিতির ফলে দেহগত এবং মনোগত স্বার্থপরতাই অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আত্মার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই।[2]
- **দৃষ্টান্ত** – আত্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য আত্মার প্রয়োজনগুলি মেটাতে হবে। একটি পাখির খাঁচা পরিষ্কার করে যেমন পাখিটিকে আনন্দ দান করা যায় না, তেমনই দেহ এবং মনের প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে আত্মাকে আনন্দ দান করা যায় না।

🕮 ১.২.৯ – সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্য –

শ্লোকাভ্যাস

[1] ভগবদ্গীতা ২.৫৯ – রস বর্জম রসো'প্যস্য পরং দ্রষ্ট্বা নিবর্ততে ...

[2] হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি, ভাগবত ৭.৫.৩১ – ন তে বিদুঃ স্বার্থ গতিং হি বিষ্ণুং ... শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বা প্রকৃত স্বার্থ।

ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥

সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে চরম মুক্তি লাভ করা। তা কখনো জড় বিষয় লাভের আশায় অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। অধিকন্তু, তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, যাঁরা পরম ধর্ম অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যেন কখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উদ্দেশ্যে জজড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশী না হন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জনসাধারণ জাগতিক লাভের আশাতেই কেবল ধর্ম অনুষ্ঠান করে। এমন কি বৈদিক শাস্ত্রেও, সব রকমের ধর্ম আচরণের সঙ্গে জড়-জাগতিক লাভের প্রলোভনও জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষই ধর্ম আচরণের মাধ্যমে এই সমস্ত লাভের প্রতি অথবা প্রলোভনগুলির প্রতি আসক্ত।
- কিন্তু শ্রীল সূত গোস্বামীর মতে, শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই শ্লোকে তা বাতিল করা হয়েছে।

(সূত্র – জড় বিষয় লাভ হলেও তা ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। জড় বিষয় কীভাবে উপযোগ করা উচিত তা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।)

🕮 ১.২.১০ – মানব জীবনের উদ্দেশ্য – শ্লোকাভ্যাস

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥

ইন্দ্রিয় সুখভোগকে কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মাকে নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা উচিত, কেন না মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করা উচিত নয়। কেবল জীবন ধারণের জন্য যতটুকু বিষয় ভোগের প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত, ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য নয়।

গৌড়ীয় ভাষ্য –

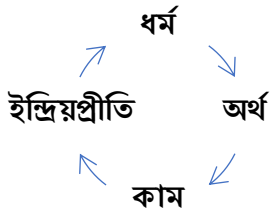

এই চক্রবন্ধন থেকে মুক্তির পথ – তত্ত্বজিজ্ঞাসা।

(সূত্র – পরম সত্য যে কি তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।)

🕮 ১.২.১১ – অদ্বয় জ্ঞান পরম সত্যের ত্রিবিধ প্রতীতি – শ্লোকাভ্যাস

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

যা অদ্বয় জ্ঞান অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান-এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।

- ব্রহ্ম (জ্ঞান মার্গের উপলব্ধি)।
- পরমাত্মা (যোগ মার্গের উপলব্ধি)।
- ভগবান (ভক্তি মার্গের উপলব্ধি)।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – [3]

- চিন্ময় ও আপেক্ষিক জগতের পার্থক্য – শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, পরম সত্য হচ্ছেন অভিজ্ঞ, স্বরাট এবং আপেক্ষিক জগতের সব রকম মোহ থেকে মুক্ত। আপেক্ষিক জগতে জ্ঞাতা জ্ঞেয় থেকে ভিন্ন, কিন্তু অদ্বয়-তত্ত্বে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক এবং অভিন্ন। আপেক্ষিক জগতে জ্ঞাতা হচ্ছেন চেতন আত্মা, উৎকৃষ্ট শক্তি, আর জ্ঞেয় হচ্ছে জড় পদার্থ বা নিকৃষ্ট শক্তি। তাই সেখানে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শক্তির দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু চিন্ময় জগতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়েই উৎকৃষ্ট শক্তি।

(সূত্র – তাঁর প্রাপ্তি-সাধন উপায় কি?)

🕮 ১.২.১২ – ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরম সত্যের উপলব্ধি – শ্লোকাভ্যাস

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – [4]

"মানুষ ও ভক্তের শ্রেণীবিভাগ"

- চার শ্রেণীর মানুষ রয়েছে –
- কর্মী – কর্মীরা হচ্ছে জড়বাদী, কিন্তু অন্য তিনটি শ্রেণীর মানুষেরা অধ্যাত্মবাদী।

[3] শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা ২য় পরিচ্ছেদে এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।

[4] শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ৭ম অধ্যায় ১০২ নং শ্লোকের তাৎপর্যে এই ১.২.১২ শ্লোকটি সম্পূর্ণ অনুবাদ ও তাৎপর্যসহ উদ্ধৃত করেছেন।

- **ভক্ত** – সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা, পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।
- **যোগী** – দ্বিতীয় স্তরের অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ পরমাত্মাকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করেছেন।
- **জ্ঞানী** – আর তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সেই পরমপুরুষের চিন্ময় রশ্মিচ্ছটা দর্শন করেছেন।

কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত	মধ্যম অধিকারী ভক্ত	উত্তম অধিকারী ভক্ত

• যথার্থ জ্ঞান নেই
• জড় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত নয়
• কিন্তু তারা মন্দিরে ভগবানের পূজার প্রতি আকৃষ্ট।
• তাদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত।
• পারমার্থিক উন্নতির থেকে জড় বিষয় লাভের প্রতি বেশি আসক্ত
• তাই এই প্রাকৃত ভক্তের স্তর থেকে মধ্যম অধিকারী ভক্তের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য ভক্তকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।
• **কনিষ্ঠ ভক্তের ভাগবত শ্রবণ** – ভগবানের কথা শ্রবণে কোন রুচি নেই বললেই চলে। এই ধরনের কনিষ্ঠ ভক্ত পেশাদারি ভাগবত পাঠকের কাছে পাঠ শোনার অভিনয় করে। কিন্তু তাদের এই পাঠ শোনা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।
• **তাদের করণীয়** – কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে তাই ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে জানবার জন্য ব্যক্তি-ভাগবতের শরণাগত হতে হয়।
	• ভক্তিমার্গের চারটি তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন। যথা
	  ▪ পরমেশ্বর ভগবান,
	  ▪ ভগবানের ভক্ত,
	  ▪ ভগবান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষ,
	  ▪ ভগবদদ্বিদ্বেষী।
	• পরম তত্ত্বকে জানবার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য ভক্তকে অন্তত মধ্যম অধিকারীর ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হবে।
		• ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত
		• ব্যক্তি ভাগবত

- **পেশাদারি ভাগবত পাঠকের কাছে পাঠ শোনা কেন অনুচিত ?** – পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র বাণী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে অপ্রাকৃত বিষয়, কিন্তু তা হলেও তা পেশাদারি মানুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত নয়, **কেন না সর্পের জিহ্বার স্পর্শে দুধ যেমন বিষে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই এই পেশাদারি পাঠকদের মুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনলে আর ফলও বিষবৎ হয়।**[5]
- **শ্রবণ-কীর্তন পন্থার গুরুত্ব** – তাই ঐকান্তিক ভক্তকে তাঁর পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের জন্য উপনিষদ, বেদান্ত এবং পূর্বতন আচার্য অথবা গোস্বামীদের প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী শ্রবণ না করলে যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারে না। শ্রবণ এবং অনুশীলন না করলে লোক দেখানো ভক্তি আচরণ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তির পথে এক রকমের উৎপাতের সৃষ্টি হয়। **তাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ অথবা পঞ্চরাত্র আদি শাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত বিধি বিহীন লোক দেখানো ভক্তি তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হবে।**[6]

(৯ম অ ১০ম শ্লোকে কর্মীগণের বিচারের অকর্মণ্যতা প্রদর্শন করে ১১শ ও ১২শ শ্লোকে মায়াবাদিগণের কুবিচারকে নিরাস করছেন।)

📖 ১.২.১৩ – বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম ফল - শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান –

শ্লোকাভ্যাস

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বরর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্ব- ধর্মের চরম ফল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রম"

- সারা পৃথিবীর মানব সমাজ চারটি বর্ণ এবং জীবনের চারটি আশ্রমে বিভক্ত।
- চারটি বর্ণ হচ্ছে-
  - বুদ্ধিমান শ্রেণী,
  - সৈনিক,
  - ব্যবসায়ী এবং
  - শ্রমিক।
- জীবনের চারটি স্তর
  - জ্ঞান আহরণের স্তর,

তাছাড়াও তিনি এই শ্লোকের ব্যাপারে লিখেছেন - ***ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া*** – ভগবদ্ভক্তি উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

[5] অবৈষ্ণব মুখোদগীর্ণং পুতং হরি কথামৃতম্।
শ্রবনং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্ঠ যথা পয়োঃ॥ (পদ্ম পুরাণ)

[6] শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ (ভঃরঃসিঃ ১/২/১০১)

- গার্হস্থ্য জীবনের স্তর,
- অবসর-প্রাপ্ত জীবন এবং
- ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক পারমার্থিক জীবন।

✍ এই শ্রেণী বিভাগগুলি গুণ এবং কর্ম অনুসারে হয়ে থাকে, জন্ম অনুসারে নয়।

✍ এক শ্রেণীর লোকদের অপর শ্রেণীর লোকদের ওপর কৃত্রিমভাবে আধিপত্য করার জন্য এই বর্ণাশ্রম ধর্ম নয়।

🕮 ১.২.১৪ – সুতরাং ৪ টি কর্তব্য-কর্ম - শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং আরাধনা –

শ্লোকাভ্যাস

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥

তাই একাগ্র চিত্তে, নিরন্তর ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং তাঁর আরাধনা করা কর্তব্য।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ পূর্বোক্ত বর্ণ এবং আশ্রমের প্রতিটি স্তরেই এই চারটি পন্থা, অর্থাৎ
- ভগবানের মহিমা কীর্তন,
- ভগবানের মহিমা শ্রবণ,
- ভগবানের লীলা স্মরণ এবং
- ভগবানের আরাধনা-এ সবই হচ্ছে সাধারণ বৃত্তি।

✍ অপরের মহিমা কীর্তন করা অথবা অপরের কথা শ্রবণ করার যে প্রবৃত্তি আমাদের রয়েছে, তা যথার্থভাবে ভগবানের মহিমা-কীর্তনে নিয়োগ করতে হবে এবং তার ফলেই যথার্থ শান্তি এবং আনন্দ লাভ হবে।

(সূত্র – এরূপ ভক্তির যোগ্যতা হচ্ছে ভগবানের বাণীতে শ্রদ্ধা।)

🕮 ১.২.১৫ – ভগবৎ-অনুস্মরণ রূপ তরবারি দ্বারা কর্ম-বন্ধন ছেদন –

শ্লোকাভ্যাস

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাৎকথারতিম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবানের অনুস্মরণ রূপ তরবারির দ্বারা যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কর্ম-বন্ধন ছেদন করেন। তাই সেই ভগবানের কথায় কেই বা রতিযুক্ত হবে না?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ভক্তিযোগ স্বতন্ত্র, কিন্তু অন্যান্য পন্থা ভক্তিযোগের উপর নির্ভরশীল"

✍ **ভক্তদের আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয়ে যায়** – চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ যখন জড় পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন একটি গ্রন্থির সৃষ্টি হয়, যা কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তিকামী মানুষদের অবশ্যই ছেদন করতে হয়। 'মুক্তি' কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ স্মরণ করেন, তাঁদের আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয়ে যায়।

✍ **চিন্ময় জ্ঞান + ভক্তি = মুক্তিঃ** তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ভগবদ্ভক্তির একটি আনুষঙ্গিক ফল। চিন্ময় জ্ঞান মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই জ্ঞান অবশ্যই ভক্তিযুক্ত সেবা সমন্বিত হতে হবে, যাতে অবশেষে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্যই কেবল বর্তমান থাকে। তখনই মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।

✍ **সকাম কর্ম + ভক্তি = মুক্তিঃ** এমন কি সকাম কর্মীদের কর্মও ভক্তিযুক্ত সেবা-মিশ্রিত হলেই তবে মুক্তিদান করে।

✍ **ভক্তি + কর্ম = কর্মযোগঃ** ভগবদ্ভক্তি-মিশ্রিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ।

✍ **মনোধর্মী জ্ঞান + ভক্তি = জ্ঞানযোগঃ** তেমনই, মনোধর্মী জ্ঞান যখন ভক্তিযুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ।

✍ তবে শুদ্ধ-ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত, কেন না তা কেবল জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকেই মুক্ত করে না, তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তিও প্রদান করে থাকে।

✍ **ভক্তিযোগে শাস্ত্রের গুরুত্ব** – বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থা প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই নিয়ম পালন করেছিলেন, এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

১৬-২২: ভগবদ্ভক্তিতে প্রগতি

শ্লোক ও স্তর	সংস্কৃত বাক্যাংশ	ভক্তির ১৪ টি স্তর
শ্লোক ১৬	**স্যান মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ** - ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফ লে সম্ভব হয়	১। সতাম্-কৃপা – সাধুজনের কৃপা
		২। মহৎ-সেবা
শ্রদ্ধা-সাধুসঙ্গ-ভজন ক্রিয়া	**শুশ্রূষুঃ শ্রদ্দধানস্য** - মনোযোগ এবং সাবধানতা সহকারে শ্রবণাভিলাষী	৩। শ্রদ্ধা
	পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ - যাঁরা সব রকম পাপ থেকে মুক্ত তাঁদের সেবা করার মাধ্যমে	৪। গুরু-পদাশ্রয়
	বাসুদেব কথা রুচিঃ - বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথায় আসক্তি	
শ্লোক ১৭	**শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণ কীর্তনঃ** - পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ পবিত্র কথা শ্রবণ-কীর্তনে স্পৃহা লাভ	৫। ভজনে-স্পৃহা
ভজনক্রিয়া – অনর্থ নিবৃত্তি	**হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃদ সতাম্** - শ্রীকৃষ্ণ যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন	অভদ্র সমূহ

শ্লোক ১৮ **অনর্থ নিবৃত্তি - নিষ্ঠা**	**ভক্তির ভবতি** – ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা	৬। ভক্তি
	নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া - নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়	৭। অনর্থ নিবৃত্তি
	ভগবতি উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী - তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়	৮। নিষ্ঠা
শ্লোক ১৯ **রুচি - আসক্তি**	**তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে** - তখন রজ ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়	৯। রুচি
	চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি - তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন	১০। আসক্তি
শ্লোক ২০ **ভাব (রতি) - প্রেম**	**এবং প্রসন্নমনসো** - এইভাবে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে	১১। রতি
	ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ - শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবার প্রভাবে	১২। প্রেম
	ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে - তিনি সব রকম জড়-বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন	১৩। দর্শন ১৪। শ্রীহরির মাধুর্য্যের অনুভব

এই ছকে ভক্তিপথের ১৪টি প্রগতিশীল ধাপের কথা বলা হয়েছে যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর 'সারার্থ দর্শিনী' নামক টিকায় ১৬-২১ নং শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। এই ধাপগুলি নারদমুনির পূর্বজীবনে পরিলক্ষিত হয়।

🕮 ১.২.১৬ – শ্রদ্ধা-সাধুসঙ্গ-ভজন ক্রিয়া –

শ্লোকাভ্যাস

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥

হে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ, সব রকমের পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভগবদ্ভক্তদের সেবা করার ফলে মহৎ-সেবা সাধিত হয়। এই ধরনের সেবার ফলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ফল্গু ভগবান থেকে সাবধান"

- যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় দেব, আর যারা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁদের বলা হয় অসুর।[7]
- ভগবানের এই ধরনের ভক্তরা, যাঁরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আসুরিক ভাবাপন্ন বদ্ধ-জীবদের উদ্ধার করেন, তাঁরা ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং তাঁরা যখন নাস্তিকতার ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে আসেন, তখন বুঝতে হয় তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। তাঁরা ভগবানের পুত্রের মতো, ভৃত্যের মতো অথবা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদের মতো, কিন্তু তাঁরা কেউই নিজেদের ভগবান বলে দাবি করেন না।
- মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন – শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান এবং বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি ভগবানের ভক্তরূপে লীলাবিলাস করেছিলেন। যাঁরা জানতেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাঁরা তাঁকে ভগবান বলে সম্বোধন করতেন, কিন্তু তিনি তখন হাত দিয়ে কান দুটি ঢেকে বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করতেন। এইভাবে, তিনি ভগবান বলে সম্বোধিত হলে প্রতিবাদ করতেন-যদিও নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ভগবান নিজেই এইভাবে আচরণ করে কপটচারী যে সমস্ত ভণ্ড নিজেদের ভগবান প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন।

🕮 ১.২.১৭ – ভজনক্রিয়া – অনর্থ নিবৃত্তি –

শ্লোকাভ্যাস

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ,যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ভগবানের নামাবতার তাঁর বিশেষ কৃপার প্রকাশ"

- পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই যখন নিরপরাধে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন বুঝতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত নামরূপে সেখানে বর্তমান এবং সেই নাম ভগবানেরই মতো পূর্ণ শক্তিমান।
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর 'শিক্ষাষ্টকে' স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে, ভগবান তাঁর দিব্য নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন।[8]

---

[7] দ্বৌ ভূত সর্গৌলোকে'স্মিন্ দৈবাসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈবাসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ ॥ (পদ্মপুরান)

[8] নাম্নামকারি বহুধা ...

- সেই নাম উচ্চারণ করার জন্য কোন স্থান, কাল বা পাত্রের বাধ্য-বাধকতা নেই এবং যে কেউ তার সুবিধা অনুসারে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে সেই নাম কীর্তন করতে পারেন।[9]
- ভগবান আমাদের প্রতি এতই কৃপালু যে, তাঁর অপ্রাকৃত নাম-রূপে তিনি স্বয়ং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগা যে ভগবানের নাম এবং মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে আমাদের কোন রুচি নেই।
- **আমাদের চেয়ে ভগবানের উৎকণ্ঠা অনেক বেশি** – ভগবান তাঁর ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। তিনি যখন দেখেন যে কোন ভক্ত তাঁর অপ্রাকৃত সেবা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং তার ফলে তাঁর কথা শ্রবণে গভীরভাবে উৎসুক হয়েছেন, তখন ভগবান তাঁর হৃদয় থেকে তাঁকে এমনভাবে পরিচালিত করেন, যাতে ভক্ত অনায়াসে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের যে বাসনা, তার থেকে আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। আমরা প্রায় কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই না। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী হন, তখন ভগবান সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করেন।
- **ভগবানের রাজ্যে প্রবেশে পূর্বশর্ত কি ?** – সর্বতোভাবে পাপমুক্ত না হলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না।
- **সেই পাপের উৎস কি?** – জড় জগতের পাপগুলি আমাদের জড়া প্রকৃতিকে ভোগ-করার বাসনা থেকে উদ্ভূত। এই ধরনের কামনা-বাসনা মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।
- **সেগুলি থেকে মুক্তির উপায় কি ?** – কামিনী এবং কাঞ্চন হচ্ছে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। ... এর দ্বারা বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন না জীব অনাদিকাল ধরে তাদের সঙ্গ করে আসছে, তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে কিছু সময় তো লাগবেই। কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠাভরে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন ধীরে ধীরে তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্ত তখন সেই সমস্ত আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি লাভ করেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁর মন থেকে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সব কটি প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়।
- **নিজের ক্ষমতা নয়, কৃষ্ণ-কৃপাই ভরসা** – ভক্তিমার্গে বহু বড় বড় ভক্ত এই প্রলোভনের বলি হয়ে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হয়েছেন। কিন্তু ভগবান নিজে যখন কাউকে সাহায্য করেন, তখন ভগবানের কৃপায় তা অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়।

📖 ১.২.১৮ – অনর্থ নিবৃত্তি - নিষ্ঠা –

শ্লোকাভ্যাস

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবত"

- আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হৃদয়ের সমস্ত অশুভ প্রবৃত্তিগুলি নির্মল করার উপায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপায়টি হচ্ছে ভাগবতের সঙ্গ করা।
- **দু'রকমের ভাগবত রয়েছেন**; যথা-গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবত। এই উভয় ভাগবতই হচ্ছেন ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত উপায় এবং তাতে উভয়ের অথবা একজনের শরণাগত হলেই সব রকমের প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের মতোই মঙ্গলপ্রদ, কেননা ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের নির্দেশ অনুসারেই তাঁর জীবনকে পরিচালনা করেন এবং গ্রন্থ-ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত বা ভাগবতদের তথ্যে পূর্ণ। গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবতে অভেদ সম্বন্ধ রয়েছে।[10]
- ভক্ত-ভাগবত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তাই ভক্ত-ভাগবতের সন্তুষ্টি-বিধানের ফলেই গ্রন্থ-ভাগবতের কৃপা লাভ হয়।
- **যুক্তির অতীত** – ভক্ত-ভাগবত অথবা গ্রন্থ-ভাগবতের সেবা করা ফলে যে কিভাবে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি লাভ করা যায়; তা যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না।
- **উদাহরণ** – নারদ মুনির পূর্বজীবন
- **ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকেই গ্রন্থ-ভাগবতের বাণী শিক্ষা** – ভাগবতের তত্ত্বাবধানে অগবদ্ভক্তির পথে যতই উন্নতি লাভ হয়, ভক্ত ততই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। তাই গ্রন্থ-ভাগবতের বাণী ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হয় এবং এই

---

[9] ন দেশকালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতৎ নাম কামিতকামদং ॥
শ্রীভগবানের নাম জপকীর্তনের জন্য স্থান, কাল, পরিবেশ পরিস্থিতি, আনুপূর্বিক আত্মশুদ্ধি কিংবা অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বরং অন্য সকল পদ্ধতির চেয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ এবং একাগ্রমনে জপকারী মানুষের সকল মনোবাঞ্ছা এর মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত হয়। (স্কন্দ পুরাণ)

[10] দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥
চৈ.চ. আদি ১.৯৮-১০০

দুই ভাগবতের সমন্বয়ের ফলে নবীন ভক্ত প্রভূতভাবে লাভবান হয়ে ভক্তিমার্গে ক্রমোন্নতি লাভ করেন।[11]

📖 ১.২.১৯ – রুচি - আসক্তি –

শ্লোকাভ্যাস

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

যখন হৃদয়ে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়, তখন রজ ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভক্তি নিষ্ক্রিয়তা নয়, বরং আত্মার স্বাভাবিক সক্রিয়তা – জীব যখন তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে প্রসন্ন হয়। সেই অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত বা আত্মানন্দী অবস্থা। এই আত্মতৃপ্ত অবস্থা নিষ্ক্রিয় মূর্খের আত্মতৃপ্তির মতো নয়। নিষ্ক্রিয় মূর্খ অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন, কিন্তু আত্মতৃপ্ত আত্মানন্দী জড়াতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিযুক্ত হওয়া মাত্রই এই স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি নিষ্ক্রিয়তা নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে আত্মার স্বাভাবিক সক্রিয়তা।
- ভক্তি প্রকাশের ফল – জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন আত্মার বৃত্তি কলুষিত হয়ে যায়; এবং সেই কলুষিত বা বিকৃত বৃত্তির প্রকাশ হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, নিষ্ক্রিয়তা, অজ্ঞান এবং নিদ্রা। রজ এবং তমোগুণের এই সমস্ত প্রভাবগুলির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির প্রকাশের ফল।
- ভক্ত সর্বগুণান্বিত – ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সৎ গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত। আয়তনগতভাবে এই গুণগুলির তারতম্য রয়েছে, কিন্তু গুণগতভাবে ভক্ত এবং ভগবান এক এবং অভিন্ন।[12]

📖 ১.২.২০ – ভাব (রতি) - প্রেম –

শ্লোকাভ্যাস

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

এইভাবে শুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগ যুক্ত হওয়ার ফলে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সব রকম জড়-বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বসুদেব-স্তর – শুদ্ধ বৈষ্ণব হচ্ছেন মুক্ত জীব এবং তিনি ব্রাহ্মণ স্তরেরও ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত। ... ব্রাহ্মণ-স্তর অতিক্রম করে বসুদেব-স্তরে অধিষ্ঠিত হলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়।[13]

📖 ১.২.২১ – ভক্তিযোগ অনুসরনের ফল –

শ্লোকাভ্যাস

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন হলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

- ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ - হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়
- ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ - সমস্ত সংশয় দূর হয়
- ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি - সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়
- দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে - আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন হলে

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ভগবৎ-দর্শন"

- ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ হলে সেই সঙ্গে আত্মাকেও দর্শন হয়। চিন্ময় আত্মারূপে জীবের পরিচিতি সম্বন্ধে অনেক কল্পনা এবং সন্দেহ রয়েছে।
  - জড়বাদীরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না,
  - জ্ঞানীরা মনে করে যে, নির্বিশেষ, নিরাকার, অদ্বয় ব্রহ্ম থেকে আত্মা অভিন্ন-তারা আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে না।
  - তত্ত্বদ্রষ্টারা বলেন যে আত্মা এবং পরমাত্মা দুটি ভিন্ন সত্তা; তাঁরা গুণগতভাবে এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে ভিন্ন।
- এ ছাড়া অন্য বহু মতবাদ রয়েছে, কিন্তু ভক্তিযোগের মাধ্যমে যখনই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ সমস্ত কল্পনাপ্রসূত মতবাদ বিদূরিত হয়ে যায়।
- দৃষ্টান্ত – কৃষ্ণ → সূর্য; জড়বাদীদের জল্পনা-কল্পনা → অন্ধকার
- ভক্তরা অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকে না – ভগবদ্গীতায় (১০/১১) ভগবান বলেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তিনি তাঁদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে তাঁদের হৃদয়ের সংশয়রূপী সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করেন। তাই যেহেতু তিনি নিজেই তাঁর ভক্তদের হৃদয়কে আলোকিত করেন, তাই তাঁর সেবাপরায়ণ ভক্তের অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।
- দৃষ্টান্ত – একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুন থেকে বেরিয়ে এলেই তার দহনশক্তি হারিয়ে ভস্মে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই অণুসদৃশ জীব পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই মায়ার কবলিত হয়।
- পরম্পরা ধারা – ভক্তরা বিনীত, এবং তাই দিব্য জ্ঞান অবরোহ পন্থায় তাঁদের কাছে নেমে আসে। এই পন্থায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই জ্ঞান দান করেন ব্রহ্মাকে, তারপর ব্রহ্মা তাঁর পুত্র এবং শিষ্যদের সেই জ্ঞান দান করেন। এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। পরমাত্মারূপে ভক্তের হৃদয়ে থেকে ভগবান তাঁকে এই জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করেন। এইটিই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের যথার্থ পন্থা।

---

[11] যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ॥ চৈঃচঃ অন্ত্য ৫.১৩১

[12] যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবতি অকিঞ্চনা ... শ্রীমদ্ভাগবত ৫.১৮.১২

[13] সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং ... শ্রীমদ্ভাগবত ৪.৩.২৩

- অহঙ্কার-গ্রন্থি ছেদন – এই জ্ঞানের প্রভাবে ভক্ত চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ হন। কেন না যে গ্রন্থির দ্বারা চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থ আবদ্ধ ছিল, ভগবান স্বয়ং তা ছেদন করেন। এই গ্রন্থিটিকে বলা হয় অহঙ্কার, এবং তার ফলে জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জড় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। যখন এই গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখন সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়।

১.২.২২ – সকল পরমার্থবাদীরাই ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন –

তাই সমস্ত পরমার্থবাদীরা চিরকাল গভীর আনন্দ সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে আসছেন, কেন না এই ধরনের প্রেমময়ী সেবা আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবার বৈশিষ্ট্য এখানে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।
- শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য – শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব ভিন্ন ভগবানের অন্যান্য রূপে বৃন্দাবনের মতো অপ্রাকৃত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার অন্য কোনও সুযোগ নেই।
- শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য – কিছু মূর্খ লোক তর্ক করে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস ইদানীং স্বীকৃতি লাভ করেছে; কিন্তু তাদের সে যুক্তি সত্য নয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য এবং ব্রহ্মার প্রতিদিনে একবার তিনি অবতীর্ণ হন, ঠিক যেমন প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা অন্তর সূর্য একবার করে পূর্ব-দিগন্তে উদিত হয়।

সারার্থ-দর্শিনী

- 'পরময়া মুদা' – এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে এমনকি সাধনকালেও কোন কষ্ট নেই। অন্যান্য পন্থা যেমন, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতির মত ভক্তিযোগে সাধনে কোন কৃচ্ছ্রতা বা আয়াসের প্রয়োজন নেই। আনন্দ সহকারেই আনন্দময় শ্রীগোবিন্দের সেবা করতে হয়।

২৩-২৯: কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য

সূত্রঃ পূর্ববর্তী বিভাগে (১.২.৬-২২) ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এখন এই বিভাগে ভগবানই পরম আরাধ্যরূপে নিরূপিত হয়েছেন।

১.২.২৩-২৫ – গুণাবতারদের মধ্যে বিষ্ণুই আরাধ্য।

১.২.২৩ – কেবল বিষ্ণুর কাছে থেকেই আত্যান্তিক মঙ্গল সাধিত হয় –

পরমেশ্বর ভগবান সত্ত্ব, রজ এবং তম নামক জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত। জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিনটি গুণজাত রূপ ধারণ করেন। এই তিনটি রূপের মধ্যে, সমস্ত মানুষই সত্ত্বগুণজাত রূপ বিষ্ণুর থেকে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করতে পারেন।

- পরমেশ্বর ভগবান ত্রিগুণের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত –
  - পালন (সত্ত্ব) – বিষ্ণু (কেবল বিষ্ণুর কাছে থেকেই আত্যান্তিক মঙ্গল সাধিত হয়)
  - সৃষ্টি (রজ) – ব্রহ্মা
  - বিনাশ (তম) – শিব।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভক্তি যে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অংশ প্রকাশদেরই উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়া উচিত, তা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- বিষ্ণু-তত্ত্ব – ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সমস্ত অংশ-প্রকাশ হচ্ছেন বিষ্ণু-তত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় প্রকাশ হচ্ছেন বলদেব। বলদেব থেকে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ থেকে নারায়ণ, নারায়ণ থেকে দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ এবং এই সঙ্কর্ষণ থেকে পুরুষাবতার বিষ্ণু। বিষ্ণু অথবা এই জড় জগতের সত্ত্ব গুণাবতার হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপী পুরুষ অবতার বা পরমাত্মা।
- কেবল শ্রীবিষ্ণুই মুক্তিদাতা – কোন দেবতাই কিন্তু জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন না। তা কেবল শ্রীবিষ্ণুই করতে পারেন। তাই চরম মঙ্গল কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই সাধিত হয়।

১.২.২৪ – সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণার্থে দৃষ্টান্ত –

কাঠ হচ্ছে মৃত্তিকার বিকার, কিন্তু ধোঁয়া কাঠ থেকে শ্রেয়। আর অগ্নি তার থেকেও শ্রেয়, কেন না অগ্নির দ্বারা (বৈদিক যজ্ঞের মাধ্যমে) উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা যায়। তেমনই, রজোগুণ তমোগুণ অপেক্ষা শ্রেয়; কিন্তু সত্ত্বগুণ সর্বশ্রেষ্ঠ, কেন না সত্ত্বগুণের দ্বারা আমরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।

কাঠ < ধোঁয়া < অগ্নি (বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা উচ্চতর জ্ঞান লাভ হয়)।
তম < রজ < সত্ত্ব (সত্ত্বগুণের দ্বারা পরম সত্য লাভ হয়)।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সূত্রঃ পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এখন আরও বিস্তারিতভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য প্রথমে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে হবে।
- সদ্‌গুরু গ্রহণ – ভগবদ্ভক্তি লাভে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী ব্যক্তিকে সে পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সদ্ গুরুর শরণাগত হতে হবে এবং সদ্ গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর শিষ্যকে জীবনের যে কোনও স্তর থেকে-তা সে তমই হোক বা রজই হোক বা সত্ত্বই হোক, সুদক্ষভাবে পারমার্থিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।
- রজোগুণ যথেষ্ট নয় – রজোগুণের স্তরে দর্শন, শিল্পকলা, নীতিবোধ ইত্যাদির সূক্ষ্ম আবেগের মাধ্যমে পরম সত্যকে জানার স্বল্প আভাস দেখা যায়। কিন্তু সত্ত্বগুণ হচ্ছে তারও অনেক উর্ধ্বে জড়া প্রকৃতির গুণ, যা পরম সত্যকে জানার জন্য মানুষকে যথার্থভাবে সাহায্য করে।

১.২.২৫ – পূর্ব প্রমাণের উদ্ধৃতি –

পূর্বে সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন, কেন না তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্যন্তিক মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর আরাধনা করেছিলেন। যাঁরা সেই সমস্ত মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

❋ পূর্বেও সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করে আত্যন্তিক মঙ্গল প্রাপ্ত করেছিলেন। আর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখনও তা সম্ভব।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ তাই ধর্মীয় অনুশাসন হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া আইন এবং মহাজন বা ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউই ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নন।

১.২.২৬-২৭ – দেবোপাসনা বর্জন

🕮 ১.২.২৬ – মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী ব্যক্তির গুণাবলী –

শ্লোকাভ্যাস

মুমুক্ষুবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥

যাঁরা মুক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিভাবে আগ্রহী, তাঁরা অবশ্যই অসূয়ারহিত এবং তাঁরা সকলের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ। তথাপি তাঁরা ভয়ঙ্কর আকৃতি বিশিষ্ট দেব-দেবীদের ত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অংশ অবতারদের নিত্য আনন্দময় রূপের আরাধনা করেন।

- অসূয়ারহিত
- সকলের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ
- ভয়ঙ্কর আকৃতি বিশিষ্ট দেব-দেবীদের ত্যাগ করেন
- কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অংশ অবতারদের নিত্য আনন্দময় রূপের আরাধনা করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"বিষ্ণুতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব"

✍ ভগবানের দ্বিবিধ বিস্তার – পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে দুরকমভাবে বিস্তার করেন, যথা-পূর্ণাংশ এবং বিভিন্নাংশ। তাঁর বিভিন্ন অংশগুলি হচ্ছে তাঁর সেবক, আর তাঁর বিষ্ণুতত্ত্বের পূর্ণ অংশ হচ্ছে সেব্য।

✍ দেবতারা বিভিন্নাংশ – সমস্ত দেবতারা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা শক্তিমান, তাঁরাও তাঁর বিভিন্নাংশ। তাঁরা বিষ্ণু-তত্ত্ব নন।

✍ বিষ্ণুতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য – সকল বিষ্ণু-তত্ত্বই পরম পুরুষ ভগবানের মত শক্তি-সম্পন্ন এবং তাঁরা বিভিন্ন স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বিভিন্ন শক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবানের বিভিন্নংশ জীবেরা সীমিত শক্তিসম্পন্ন। তারা বিষ্ণু-তত্ত্বের মতো অনন্ত শক্তিসম্পন্ন নয়।

✍ পাষণ্ডী – তাই কখনই বিষ্ণুতত্ত্বদের জীবতত্ত্বদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। কেউ যদি তা করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ সে ভগবানের চরণে অপরাধ করে এবং পাষণ্ডী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কলিযুগে মূর্খ লোকেরা এই দুটি তত্ত্বকে সমান বলে প্রচার করে ভগবানের চরণে গর্হিত অপরাধ করে।

✍ তমোগুণে পূজা – যে মানুষ তমোগুণের গভীরতম স্তরে অধিষ্ঠিত, তারা কালভৈরব, শ্মশানভৈরব, শনি, মহাকালি, চণ্ডিকা ইত্যাদি সমস্ত দেবতাদের পূজা করে।

✍ রজোগুণে পূজা – ব্রহ্মা, শিব, সূর্য, গণেশ এবং এই ধরনের দেবতারা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত জড় ভোগেচ্ছু মানুষদের দ্বারা পূজিত হন।

✍ সত্ত্বগুণে পূজা – যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরা কেবল বিষ্ণু-তত্ত্বদেরই আরাধনা করেন। বিষ্ণু-তত্ত্বদের বিভিন্ন নাম এবং রূপ রয়েছে। যেমন নারায়ণ, দামোদর, বামন, গোবিন্দ, অধোক্ষজ ইত্যাদি।

✍ শালগ্রাম-শিলা – যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুতত্ত্বের প্রতীক 'শালগ্রাম-শিলার' আরাধনা করেন, এবং কিছু উচ্চবর্ণের মানুষ, যেমন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরাও সাধারণত বিষ্ণু-তত্ত্বের আরাধনা করে থাকে।

✍ অন্য দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা – সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত উন্নত মনোভাবাপন্ন ব্রাহ্মণেরা কখনও অন্যের পূজাপদ্ধতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। তারা বিভিন্ন দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ; কালভৈরব অথবা মহাকালীর রূপ ভয়ঙ্কর হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁদের অশ্রদ্ধা করেন না।

✍ মুক্তিপাদ – তাই বিষ্ণুকেই কেবল বলা হয় মুক্তিপাদ অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর ভগবানই কেবল মুক্তি দান করতে পারেন। এ ছাড়া আর কাউকেই মুক্তিপাদ বলা হয় না।

❋ উদাহরণ – ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে মুক্তি দিতে পারেননি।

✍ সিদ্ধান্ত – তাই মুক্তি লাভেচ্ছুক ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করেন, যদিও তাঁদের প্রতি তাঁরা অশ্রদ্ধাপরায়ণ নন।

🕮 ১.২.২৭ – কিন্তু অন্যদের দেবোপাসনার কারন –

যারা রজ ও তমোগুণের অধীন, তারা পিতৃপুরুষ, ভূত এবং প্রজাপতিদের পূজা করে, কেন না তারা স্ত্রী, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সন্তান-সন্ততি আদি জড় বিষয়-ভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত।

- রজ ও তমগুণের অধীন
- স্ত্রী, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সন্তান-সন্ততি আদি জড় বিষয়-ভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি করা-সেগুলি বর্ধিত করা নয়।

✍ কৈতব ধর্ম বর্জন করে ভাগবতধর্ম অনুশীলন করাই কর্তব্য – জড় বিষয় লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম অনুশীলনের একটি বিকৃত রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই এই ধরনের ধর্ম আচরণকে 'কৈতব ধর্ম' বলে বর্জন করা হয়েছে। সমস্ত জগতে কেবলমাত্র একটিই ধর্ম রয়েছে এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সেই ধর্ম অনুশীলন করা এবং তা হচ্ছে ভাগবতধর্ম অথবা একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করাই ধর্ম।

(সূত্র – কিন্তু বেদে তো পিতৃ এবং দেবতাদের পূজার কথাও বলা হয়েছে। তাহলে এতে সমস্যা কি? – কারণ বেদের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।)

🕮 ১.২.২৮-২৯ – বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য –

শ্লোকাভ্যাস

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥

বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি-বিধান এবং যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনিই দান করেন। পরম জ্ঞান এবং সমস্ত তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য।

বাসুদেবপরা বেদা	বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
বাসুদেবপরা মখাঃ	যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি-বিধান
বাসুদেবপরা যোগা	যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা
বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ	সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনিই দান করেন
বাসুদেবপরং জ্ঞানং	পরম জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা
বাসুদেবপরং তপঃ	সমস্ত তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা
বাসুদেবপরো ধর্মো	তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য
বাসুদেবপরা গতিঃ	তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্লোক দুটির বিষয় – পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আরাধনার একমাত্র বিষয়, সে কথা এই দুটি শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে।
- শাস্ত্রের উদ্দেশ্য – সমস্ত শাস্ত্র তিনি রচনা করেছেন তাঁর অবতার শ্রীল ব্যাসদেবের মাধ্যমে, যাতে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ অধঃপতিত জীবেরা তাঁকে (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে) জানতে পারে।
- 'যোগ' কথাটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসা।
- জ্ঞান – যে জ্ঞান মানুষকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করে বাসুদেবের দর্শন লাভ করায়, তাই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান।
- 'তপস্যা' কথাটির অর্থ হচ্ছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে দৈহিক কষ্ট স্বীকার করা।
- দৃষ্টান্ত – কারাগারে কয়েদি রয়েছে এবং কারাগারের পরিচালকরা রয়েছে। কারাগারের কয়েদি এবং পরিচালক উভয়েই রাজার আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু রাজা যদি কখনও কারাগারে আসেনও, তবুও তিনি কারাগারের আইনের দ্বারা বদ্ধ হন না। তাই সর্ব অবস্থাতেই রাজা কারাগারের নিয়মকানুনের অতীত। ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও এই জড় জগতের সমস্ত নিয়ম-কানুনের অতীত।

বি.দ্র. ১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পর সূত গোস্বামী ৪র্থ প্রশ্নের উত্তরে পুরুষাবতারদের সম্বন্ধে বলছেন।

৩০-৩৩: ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর

📖 ১.২.৩০ – কারণোদকশায়ী বিষ্ণু –

এই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হয়ে প্রথমে কার্য-কারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে নিরীক্ষণ করে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তাঁর সত্তা, রূপ, কার্যকলাপ ইত্যাদি জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও ছিল।

📖 ১.২.৩১ – গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু –

জড় জগৎ সৃষ্টি করার পর ভগবান (বাসুদেব) নিজেকে, বিস্তার করে তার মধ্যে প্রবেশ করেন। যদিও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে অবস্থিত এবং যদিও মনে হয় যে এই জড় জগতে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং পূর্ণ জ্ঞানময়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- একটি বৃক্ষে দুটি পাখি – বৈদিক শাস্ত্রে (শ্রুতিতে) বলা হয়েছে, একটি বৃক্ষে দুটি পাখি বসে রয়েছে। সেই পাখি দুটির একটি পাখি গাছের ফল খাচ্ছে এবং অন্য পাখিটি অপর পাখিটির কার্যকলাপের সাক্ষী থাকছে। সাক্ষী হচ্ছেন ভগবান, আর ফল ভক্ষণরত পাখিটি হচ্ছে জীব। ফল-ভক্ষণরত জীব তার প্রকৃত স্বরূপের কথা ভুলে গেছে এবং জড়া প্রকৃতির সকাম কর্মে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব অবস্থাতেই চিন্ময়, জ্ঞানময়।[14]

📖 ১.২.৩২ – ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু –

আগুন যেমন কাঠের মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও পরমাত্মারূপে সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। যদিও তিনি অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, তবুও মনে হয় তিনি যেন নানারূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

- সিদ্ধান্ত – ভগবান সব কিছুর মধ্যে পরমাত্মা রূপে পরিব্যাপ্ত আছেন।
- উদাহরণ – কাঠের মধ্যে যেমন আগুন নিহিত থাকে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"সদ্ গুরুর শরণ গ্রহণ"

- অন্য আগুনের সংযোগে যেমন কাঠের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনিই দিব্য কৃপার প্রভাবে মানুষের দিব্য চেতনা প্রকাশিত হয়। দিব্য কৃপার মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব এবং কাষ্ঠ-সদৃশ জীবের মধ্যে তিনি সেই দিব্য অগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারেন পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে।
- তাই পারমার্থিক জ্ঞান শ্রবণ করার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে সদ্ গুরুর শরণাগত হতে হয় এবং তার ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের অপ্রাকৃত স্থিতি উপলব্ধি করা যায়।
- পশু এবং মানুষের মধ্যে এটাই হচ্ছে পার্থক্য-মানুষ যথাযথভাবে শ্রবণ করতে পারে, কিন্তু একটা পশু তা পারে না।

[14] দ্বা সুপর্ণা সযুজা ... (মুণ্ডক উপনিষদ ৩/১/১)
*সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ ... (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১১/৬)

📖 ১.২.৩৩ – ভগবানই পরম কারণ –

পরমাত্মা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর সৃষ্ট জীবেদের দেহে প্রবেশ করেন এবং সূক্ষ্ম মনের দ্বারা তাদের এই সমস্ত গুণগুলির প্রতিক্রিয়া ভোগ করান।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **ভগবানের অনুমোদন** – সূক্ষ্ম মন অনুসারে স্থূল জড় শরীর গঠিত হয় এবং জীবের বাসনা অনুসারে তার ইন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি হয়। পরমাত্মারূপে ভগবান জীবকে জড়-সুখ ভোগ করতে সাহায্য করেন, কেন না তার বাসনা অনুসারে কোন কিছু লাভ করতে জীব সম্পূর্ণভাবে অসহায়। জীব অভিপ্রায় করে এবং ভগবান তা অনুমোদন করেন।
- **ভগবানের কৃপা** – ভগবান এতই কপালু যে তিনি পরমাত্মারূপে সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকেন এবং সর্বদাই তাদের মোহ-অন্ধকার দূর করে যথার্থ আনন্দের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

বি.দ্র. - পুরুষাবতারদের সম্বন্ধে পরবর্তীতে ১.৩.১-৫ এ আরও বর্ণনা করা হয়েছে। তার আগে সূত গোস্বামী ভগবানের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বিষয়ক ৩য় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

৩৪: ৩য় প্রশ্নের উত্তর

📖 ১.৩.৩৪ – ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য –

এইভাবে সমস্ত জগতের পতি দেবতা, মনুষ্য এবং পশু অধ্যুষিত সমস্ত গ্রহ লোকগুলি প্রতিপালন করেন। বিভিন্ন অবতারে তিনি তাঁর লীলা-বিলাস করে বিশুদ্ধ-সত্ত্বেও অধিষ্ঠিত জীবসমূহকে উদ্ধার করেন।

- **৩য় প্রশ্ন – (১.১.১২ - বাসুদেবের চরিত - কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য কি?)**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ভগবানের উদ্দেশ্য"

- তিনি বিভিন্ন লোকে জীবেদের মাঝে তাঁর লীলাবিলাস করেন, যাতে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী হয়।
- কখনও কখনও তিনি কোন উপযুক্ত জীবকে তাঁর হয়ে কোন কর্ম সাধন করার জন্য তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট করেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হচ্ছে একই-ভগবান চান যে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবেরা যেন ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারে।
- তাই ভগবান নিজে এসে অথবা তাঁর উপযুক্ত পুত্রসদৃশ প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে বদ্ধ জীবদের কাছে ভগবদ্ধামের মহিমা প্রচার করেন। এই ধরনের অবতারেরা অথবা ভগবানের পুত্রেরা কেবল মানব সমাজের মধ্যেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাণী প্রচার করেন না, তাঁরা দেবতা আদি অন্যান্য সমাজেও সেই বাণী প্রচার করেন।

বি.দ্র. - শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেন যে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের বিশেষ উদ্দেশ্য কুন্তি মহারাণীর প্রার্থনায় শ্রীমদ্ভাগবত ১.৮.৩৫ এ বর্ণিত হয়েছে। এই ৩য় প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবত ১০.৮.৪৯ এও পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকগুলির তাৎপর্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জগতের বদ্ধ জীবাত্মাদেরকে উদ্ধার করে চিদজগতে নিয়ে যাওয়া।